বিদ্যাসাগর। দেখো—শেষকালে বিপদে না পড়তে হয় ভবিষ্যতে।

মধু। ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতই জানে। এখন কিন্তু বিপদে পড়েছি।—সেইজন্যই এসেছি তোমার কাছে। কিছু টাকা চাই।

বিদ্যাসাগর। টাকা? কিসের টাকা?

মধু। ধার চাই।

বিদ্যাসাগর। (সজোরে মাথা নাড়িয়া) আমার আর টাকা নেই—ধার দিতে পারব না। বিধবা-বিবাহ দিতে দিতে আমি সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি। তার উপর ট্রেনিং স্কুলের ভার পড়েছে আমার উপর—আমার আর টাকা নেই। এদেশের লোক মিলেমিশে ত কিছু করবে না। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী আর মাধব ধর আমাদের ট্রেনিং স্কুলের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে এক ট্রেনিং একাডেমি খুলে বসেছে। মনে পড়ে কিছুকাল আগে হীরাবুলবুল বলে এক বেশ্যার ছেলেকে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করা নিয়ে রাজেন দত্ত-টত্ত মিলে ঘোঁট পাকিয়ে সিঁদুরেপটিতে হিন্দু মেট্রপলিটান কলেজ খুলে বসে? মনে নেই তোমার?

মধু। আমি বোধ হয় তখন মাদ্রাজে—

বিদ্যাসাগর। তা হবে। এই দলাদলিতেই দেশটা গেল! আমি আর ক'দিক সামলাই বল। সামর্থ্যই বা আমার কতটুকু? কিসের জন্যে টাকা চাই তোমার?

মধু। খুচরো দেনা অনেকগুলো জমে আছে। সেগুলো শোধ করতে হবে ত before I sail.

বিদ্যাসাগর। আমার কাছে আর টাকা নেই।

মধু। (সানুনয়ে) My dear Vid—

বিদ্যাসাগর। নেই টাকা—দেব কোথা থেকে—চুরি করব?

মধু। You can work wonders if you like! টাকা

না পেলে আমি অপমানিত হব। You are a noble man and therefore I appeal to you! বন্ধু বিলেত যাওয়ার আগে আমাকে আরও কিছু দেবে বলেছে। সে টাকা পেলে আমি তোমাকে দিয়ে যাব।

বিদ্যাসাগর। মুস্কিলে ফেললে দেখছি—টাকা কই—

মধু। দাও ভাই! হাতযোড় করে বলছি তোমাকে—নিতান্ত নিরুপায় হয়েই তোমার কাছে এসেছি। (হাতযোড় করিলেন)

বিদ্যাসাগর। (বিচলিত হইয়া) আহা, হা—ওকি কর তুমি! কিছুদিন আগে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তোমার 'আত্ম-বিলাপ' পড়ে মনে হয়েছিল যে, বুঝি তোমার অনুতাপ হয়েছে—এবার থেকে ভালভাবে চলবে! কিন্তু দেখছি—

মধু। Believe me—ভাল-খারাপ আমি কিচ্ছু বুঝি না। যখন যা প্রয়োজন তাই খরচ করি। You know necessity knows no law!

বিদ্যাসাগর। কিন্তু তোমার necessity যে রাজকীয় necessity, এই হয়েছে মুস্কিল কি না। কত টাকা চাই তোমার?

মধু। I need a lot! তুমি কত দিতে পারবে তাই বল।

বিদ্যাসাগর। আমার হাতে কিছু নেই।

মধু। কিচ্ছু নেই?

বিদ্যাসাগর। না—

মধু। (একটু চুপ করিয়া থাকিয়া) But I counted upon your greatness. কেন জানি না, তোমাকে আমার নিজের লোক বলে মনে হয়। তাই তোমার কাছে এসে অসঙ্গত আবদার করি। রাগ ক'রো না আমার ওপর। I am a helpless creature. কেন জানি না, কিছুতেই কুলোতে পারি না।

বিলেত থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে যদি ফিরতে পারি—I shall roll in wealth and I shall help you in all your noble projects. (উঠিয়া) আচ্ছা, যাই তা হলে—good night.

চলিয়া গেলেন। বিদ্যাসাগর কিন্তু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন ও ক্ষণপরেই একটি চেক্ বহি বাহির করিয়া একটা চেক্ কাটিলেন

বিদ্যাসাগর। ছিরু—

শ্রীমন্ত নামক ভৃত্য আসিয়া প্রবেশ করিল

ওই যে সাহেব এখুনি গেল—তাকে এই কাগজখানা দিয়ে আয় ত—দৌড়ে যা—

শ্রীমন্ত চলিয়া গেল। বিদ্যাসাগর আবার গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। সহসা ঝড়ের মত মধুসূদন আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

মধু। You are great—you are great—you are great my dear Vidyasagar—you are simply great.

বিদ্যাসাগরকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিতে লাগিলেন

বিদ্যাসাগর। ছাড় ছাড়—কি যে কর। দোয়াত-টোয়াত সব উল্টে দেবে না কি!

মধু। সত্যিই তুমি সাগর—করুণাসাগর।

বিদ্যাসাগর। চেকটা কিন্তু পরশুর আগে ভাঙিও না—ব্যাঙ্ক একদম খালি! এর মধ্যে টাকাটা জমা করে দেব!

মধুসূদন একবার চেকটার দিকে চকিতে চাহিয়া নির্ব্বাক বিস্ময়ে বিদ্যাসাগরের দিকে চাহিয়া রহিলেন

চতুর্থ বিরতি

পঞ্চদশ দৃশ্য

কলিকাতায় ভোলানাথ চন্দ্রের বাড়ীতে ভোলানাথ ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় কথোপ-কথনে নিরত। ইঁহারা উভয়েই যে যৌবনের শেষপ্রান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা বেশ বোঝা যাইতেছে।

সময় ১৮৬৯ খৃঃ অঃ—মে মাস

ভূদেব। মধু তাহলে ব্যারিষ্টার হয়ে এল শেষ পর্য্যন্ত!

ভোলানাথ। নিশ্চয়—ও যা ধরবে তা করবে—এই ওর স্বভাব।

ভূদেব। বিলেতে নাকি টাকার জন্যে মহাবিপদে পড়েছিল?

ভোলানাথ। ভয়ানক! টাকার অভাবে বিলেত থেকে ফ্রান্সে চলে আসে। সেখানেও দিন চলা মুস্কিল হয়ে উঠেছিল। বিদ্যাসাগর টাকা ধার ক'রে পাঠায়, তবে উদ্ধার হয়! আশ্চর্য্য লোক আমাদের দেশের! যাদের টাকা দেওয়ার কথা ছিল কেউ দিলে না। মধুর স্ত্রী-পরিবারের অবস্থা তখন শোচনীয় হয়ে উঠল! শেষে তারা সুদ্ধ কোন ক্রমে পাথেয় সংগ্রহ ক'রে বিলেত গিয়ে হাজির হ'ল মধুর কাছে! বোঝ একবার ব্যাপারখানা! Then the fat was in the fire! একে তারই সেখানে অনটন—তার উপর এরাও গিয়ে জুটল! হিতৈষীরা মধুর চিঠির জবাব পর্য্যন্ত দিতেন না শুনেছি। বিদ্যাসাগর টাকা না পাঠালে মধুকে জেলে যেত হত!

ভূদেব। জেলে? সে কি!

ভোলানাথ। ঋণের দায়ে! সেখানে না খেয়ে যে ওরা কতদিন কাটিয়েছে তার ঠিক নেই। ফ্রান্সে পাড়াপ্রতিবেশীরা নাকি লুকিয়ে ওদের ঘরে খাবার রেখে যেত শুনেছি। Look at their greatness! আর

আমাদের দেশের লোক তার বিষয়টি মেরে দিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে রইল ! সত্যি ভাবলেও দুঃখ হয়।

ভূদেব। এ সব ত আমি জানতাম না।

ভোলানাথ। আরে, আমিই কি জানতাম। এক বিদ্যাসাগরকে ছাড়া ও কাউকেই লেখেনি এসব কথা। এদিকে ওর self-respect জ্ঞান ভয়ানক প্রবল কি-না !

ভূদেব। যাক্—ব্যারিষ্টারি ওর হচ্ছে কেমন ?

ভোলানাথ। হচ্ছে মন্দ নয়, কিন্তু মধুকে ত জানই—ওর টাকার অভাব কোনদিন ঘুচবে না।

ভূদেব। কেন, কি করছে ও ?

ভোলানাথ। যা চিরকাল করে আসছে—বাবুয়ানি। স্পেন্সেস্ হোটেলে লর্ডের মত বাস করছে—আর যা রোজগার করছে দু'হাতে ওড়াচ্ছে। ছেলে-মেয়ে পরিবার সব ফ্রান্সে রয়েছে—তাদেরও মাসে তিন চার শ' টাকা পাঠাতে হয়। আর হোটেলেও নিজের খরচ মাসে পাঁচ-ছ শ' টাকার কম হবে না। বেশী হতে পারে।

ভূদেব। হোটেলে থাকবার দরকার কি।

ভোলানাথ। দরকার কি ! Don't judge Madhu with our standard—he is a far more superior being ! বিদ্যা-সাগরও বলেছিল—দরকার কি ! বিলেত থেকে আসবার ঠিক আগে বিদ্যাসাগর সুকিয়া ষ্ট্রীটে রাজকৃষ্ণ বাঁড়ুয্যের বাড়ীতে খানকয়েক ঘর সাহেবী কায়দায় সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছিল—ভেবেছিল ওপাড়ায় বাসা করলে শস্তায় হবে। কিন্তু মধু জাহাজ থেকে নেমে সোজা গিয়ে হোটেলে উঠল—কিছুতেই সেখান থেকে নড়ল না। এখন সেখানে হৈ হৈ ব্যাপার রৈ রৈ কাণ্ড চলছে ! মধুর ত এখন দেশজোড়া খ্যাতি —দলে দলে বন্ধুবান্ধব যাচ্ছে—খানা খাচ্ছে—মদের স্রোত বয়ে যাচ্ছে।